গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-১ অধিশাখা
www.mopme.gov.bd

নং-৩৮.০০৭.০২২.০০০.০২.০০.০২.০০.২০০১- ৪১৭(১)

তারিখঃ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬

বিষয় ঃ বে-সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা।

১। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০এ তিন স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র হবে একটি মৌলিক শিক্ষা যেখানে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান/মানবিক/বাণিজ্যিক/বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অথবা এ পর্যায়ে শিক্ষা সমাপনপূর্বক একটি মানসম্মত জ্ঞান লাভ করে স্বাবলম্বী জীবন যাপনে সক্ষম হয়। সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পঞ্চম শ্রেণি থেকে উন্নীত করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এত্দউদ্দেশ্যে বেসরকারী উদ্যোগে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় স্থাপন(প্রতিষ্ঠা), চালু ও স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নতুন করে একটি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

২। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে সরকার জাতীয় বাজেটে সংস্থান সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্তি ও অনুদান প্রদান করে থাকেন। লক্ষ্য করা গেছে যে, এতদসংক্রান্ত সরকারী নীতি ও নির্দেশনাবলী সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রাক ধারণা না থাকায় সরকারের পক্ষে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাসময়ে স্বীকৃতি প্রদানসহ শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশের মঞ্জুরী ও উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্তির উদ্যোগ নিতে নানা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে উদ্যোক্তাগণসহ কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটে।

৩। উপরোক্ত অবস্থা নিরসনকল্পে সরকার ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্থাপন, চালুকরণ, স্বীকৃতি প্রদান ও নবায়নের জন্য প্রণীতব্য প্রবিধানমালা জারী সাপেক্ষে স্থানীয় উদ্যোক্তা, নিয়োজিত শিক্ষক, অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুবিধার্থে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত নীতিমালা অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি বিদ্যালয় ৬ষ্ঠ-৮ম) স্থাপন, চালু ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা:

১. ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল) স্থাপন করার পূর্বে উদ্যোক্তগণকে প্রথমেই ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পের উপর পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত ন্যূনতম চাহিদা ও শর্ত পূরণ করার অঙ্গীকার প্রদান করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও) বরাবর আবেদন করতে হবে এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তারিখ উল্লেখ করে আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন। আবেদিত প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত কাগজপত্র পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সর্বোচ্চ ২৫(পচিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

H/ Nitimala

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট বরাবর আবেদনসহ সকল যাচিত তথ্যাদিসহ প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। নির্ধারিত ২৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ডিপিইও-র বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রস্তাব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব/প্রতিবেদন মোতাবেক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিটের সহকারি পরিচালকের নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন ও আনুষাঙ্গিক কাগজ/রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিদ্যালয় চালু করার প্রাথমিক অনুমতি প্রদান অথবা প্রত্যাখান সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (বাপ্রাশিবাপই বা সংক্ষেপে বাপ্রাসি) বরাবর দাখিল করবেন। সুনির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত নির্ধারিত ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ কাজে সংশ্লিষ্ট উপজেলা /থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

৩. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (বাপ্রাশি) এর কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (বাপ্রাশি) আবেদিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চালু ও পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি প্রদান বা প্রত্যাখান এর বিষয়ে সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

৪. এই প্রাথমিক অনুমতি ব্যতিরেকে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন কিংবা চালু করা যাবে না।

৫. অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রথম পর্যায়ে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হবে। এই প্রাথমিক অনুমতিকে পাঠদানের স্বীকৃতি বলে গণ্য করা যাবে না। এই মেয়াদকালে কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে থেকে শিক্ষার প্রত্যাশিত মান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করতে হবে;

(ক) স্বীকৃতি বা নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে একবার সমাপনী (৮ম শ্রেণি) পরীক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে অংশ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) অধ্যয়ণরত শিক্ষার্থীর ন্যূনতম ৭৫% কে সমাপনী (৮ম শ্রেণি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম ৭০%শিক্ষার্থীকে কৃতকার্য হতে হবে;

গ) উপরোক্ত তিন বছর মেয়াদী প্রাথমিক অনুমতির মেয়াদ শেষে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি ও বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও শিক্ষা সমাপনী চক্রের হার বিদ্যালয়ে আইটি এর ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনা করে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। পরবর্তী সময় একইভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতির হার, সমাপনী ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং উদ্ভাবনী চর্চা অর্থাৎ বিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকৃতি (পারফরমেন্স) বিবেচনায় নিয়ে প্রতি ৫(পাঁচ) বছর অন্তর অস্থায়ী স্বীকৃতি নবায়ন করতে হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তবে শর্ত থাকবে যে, স্বীকৃতি প্রদানের ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়ন প্রকল্পভুক্তি অথবা আর্থিক অনুদান অথবা বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের দায়ভার সরকারের উপর বর্তাবে না। এছাড়া আরো শর্ত থাকবে যে, প্রথমবার অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রদানের ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে অবশ্যই পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে;

H/ Nitimala

ঘ) এ প্রকার অস্থায়ী স্বীকৃতি পাওয়ার পর, যে কোন পর্যায়ে প্রযোজ্য শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে, সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এ অস্থায়ী স্বীকৃতি স্থগিত কিংবা প্রত্যাহার করতে পারবেন;

ঙ) ছিটমহল এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং ছিটমহলসহ অনগ্রসর এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষমতা মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করবে।

পরিশিষ্ট-১

ক্রমিক নং	বিষয়: বেসরকারী উদ্যোগে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত স্থাপন, চালু ও পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালা		
	বিষয়	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (৬ষ্ঠ - ৮ ম)	
		পূরণীয় শর্ত	**যে সকল প্রমাণাদি দাখিল করতে হবে**
১.	প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম দূরত্ব	১ কি. মি. (পৌর, মেট্রো ও শিল্প এলাকা) ৩ কি.মি. (মফস্বল এলাকা)	পাশ্ববর্তী ৪ (চার)টি বিদ্যালয়ের দূরত্ব সনদ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি পত্র।
২.	প্রতিষ্ঠান এলাকার ন্যূনতম জনসংখ্যা	১০,০০০ (দশ হাজার)	এলাকার জনসংখ্যা সনদপত্র (পরিসংখ্যান অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত)
৩.	ন্যূনতম শিক্ষার্থী সংখ্যা ক) সাধারণ শিক্ষা	২০০ জন (শহর এলাকা) ১৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	
	১। সহশিক্ষা ও শুধু বালক প্রতিষ্ঠানে	১৫০ জন (মফস্বল এলাকা)	
	২। শুধু বালিকাদের প্রতিষ্ঠানে	১৮০ জন (শহর এলাকা) ১২০ জন (মফস্বল এলাকা)	
৪.	নিজস্ব জমির পরিমাণ	০.২০ একর (মেট্রো এলাকা) ০.৩০ একর (পৌর এলাকা) ০.৫ একর (মফস্বল এলাকা)	ক) বিদ্যালয়ের নাম শর্তমুক্ত জমির দলিল, খারিজ, অখন্ড সনদ ও নাম খারিজ পর্চা; খ) হালসন নাগাদ খাজনা পরিশোধের রশিদ
৫.	বিদ্যালয় ভবন/নিজস্ব ঘর	ছাত্র প্রতি ১ বর্গমিটার/ন্যূনতম ১০০০ বঃ মিঃ অনুযায়ী পাকা/আধা পাকা/টিনশেড ভবন	

৬.	শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা	অনুমোদিত স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন (তবে এর অনুপাত ১:৪০ অর্থাৎ প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক এর অধিক হবে না)।	ক) শিক্ষক-কর্মচারীর নামের তালিকা, সরকারি বিধি মোতাবেক নিবন্ধনকৃত শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র (পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অফিস আদেশ, নিয়োগ বোর্ডের টেবুলেশন শিট, নিয়োগপত্র, যোগদানপত্র ও নিবন্ধনকৃত সনদপত্রসহ অন্যান্য শিক্ষাগত সনদপত্র: খ) পাশ্ববর্তী ৪ (চার) টি বিদ্যালয়ের প্রতিটির শ্রেণি-ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা ও অনাপত্তিপত্র (স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্যাডে) গ) শ্রেণি ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তালিকা।
৭.	লাইব্রেরী	২,০০০ (দুই হাজার) বই। বই নির্বাচন ও সংরক্ষণে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং মনিষীদের জীবনী ইত্যাদি প্রাধান্য দিতে হবে।	লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত উক্ত ২০০০ বইয়ের তালিকা ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে।
৮.	তহবিল	টা: ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা) সংরক্ষিত তহবিল টা: ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ টাকা) সাধারণ তহবিল	সংরক্ষিত তহবিলে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকার ব্যাংক সনদ প্রদান করতে হবে। (সংরক্ষিত তহবিলের অর্থে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে হবে/স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা যাবে)।
৯.	ব্যক্তির নামে নামকরণ	৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা। (বি: দ্র: ব্যক্তির নামে নামকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সরকারি বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। অধিকন্তু, ব্যক্তির নামে নামকরণে ইচ্ছুক ব্যক্তি শুরু থেকেই যদি স্কুল স্থাপনের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন তবেই এ হার প্রযোজ্য হবে। তবে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তি, বীর শ্রেষ্ঠ বা জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃত ব্যক্তিদের বেলায় এটি প্রযোজ্য হবে না)।	বিদ্যালয়ের নাম ব্যক্তির নামে হলে ৩০,০০,০০০ টাকা বিদ্যালয়ে তহবিলে জমা দেয়ার ব্যাংক সনদ।
১০.	স্বীকৃতি/রেজিষ্ট্রেশন ফি: ক) প্রাথমিক অনুমতি (৩ বছরের জন্য) খ) অস্থায়ী স্বীকৃতি (৫ বছরের জন্য) গ) স্থায়ী স্বীকৃতি	ক) ১০, ০০০/- (দশ হাজার) টাকা খ) ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা গ) কোন স্থায়ী স্বীকৃতি থাকবে না।	বি : দ্র: স্থায়ী স্বীকৃতির পরিবর্তে এ প্রকার অস্থায়ী স্বীকৃতি প্রতি ৫ বছর অন্তর স্কুলের কর্মকৃতির (পারফরমেন্স) উপর ভিত্তি করে নবায়নযোগ্য হবে।
১১.	পাঠ্যক্রম/শিক্ষাক্রম	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অনুমোদিত এবং সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে।	

১২.	সহপাঠক্রমিক/সহশিক্ষা কার্যক্রম	সহশিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপন, স্কাউটিং/ গার্লস গাইড, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কীয় সততা সংঘের অনুষ্ঠনসহ সাধারণ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল National Integrity Strategy) প্রণীত হয়েছে এবং কেবিনেট ও দুদুকের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে সততা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কার্যক্রম চালু রাখতে হবে।
১৩.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা	বিধি অনুযায়ী অবশ্যই ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকতে হবে।	নির্বাহী কমিটির রেজুলেশনের কপি

৫। এখন হতে এ নীতিমালার আলোকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল) সমূহের স্থাপন, চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০১/১২/২০১৬
মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান
ভারপ্রাপ্ত সচিব

নং-৩৮.০০৭.০২২.০০০.০২.০০.০২.০০.২০০১- ৪১৭(১)

তারিখঃ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা/বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও, ঢাকা/জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), ঢাকা।
৭। বিভাগীয় উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
১০। প্রোগ্রামার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। অফিস কপি।

০৭.১২.২০১৬

(গোপাল চন্দ্র দাস)
উপ-সচিব
ফোন: ৯৫১১০৭৩

H/ Nitimala